দৈনিক সুখনীড় সমাচার

সত্য প্রকাশে আপোষহীন (কমিটির অনুমোদনক্রমে)

ঢাকা · সুখনীড় টাওয়ার বর্ষ ১ · সংখ্যা ০৮ মূল্য: বিনামূল্যে, তবে সার্ভিস চার্জ বকেয়া

প্রধান সংবাদ

কাগজে দশ ড্রাম, ভ্যানে ছয়: সুখনীড় টাওয়ারে ডিজেলের হিসাবে গরমিল

রহিমা বুয়া, প্রধান প্রতিবেদক · শনিবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · ২০:০০



ছবি: নিজস্ব সূত্র। কাগজে দশ ড্রাম, ভ্যানে ছয়: সুখনীড় টাওয়ারে ডিজেলের হিসাবে গরমিল

রাজধানীর সুখনীড় টাওয়ারে প্রতি মাসে সরবরাহ করা ডিজেলের পরিমাণের সঙ্গে সরবরাহ কাগজের হিসাবে গরমিল পাওয়া গেছে। কাগজে দশ ড্রাম উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে ছয় ড্রাম সরবরাহ করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে।

প্রতি মাসের এক তারিখে ভবনের গেটে ডিজেল সরবরাহ করা হয়। ট্রাকে নয়, ভ্যানে করে ড্রামগুলো আনা হয়।

ভবনের নিরাপত্তাকর্মী (৩৮) বলেন, সরবরাহ কাগজে সই করেন ভবন ব্যবস্থাপক বাতেন (৪০)। কাগজে লেখা থাকে দশ ড্রাম, ভ্যানে থাকে ছয়টি।

বাকি চার ড্রাম কোথায় যায় সে বিষয়ে তিনি কোনো প্রশ্ন করেননি বলে জানান। প্রশ্ন করা তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, সরবরাহকারী যাওয়ার সময় তাকে দুইশ টাকা দেন এবং চা খেতে বলেন। টাকাটি তিনি গ্রহণ করেন। তার ভাষ্য, মানুষ যেটা এমনি দেয় সেটা না নিলে সে মনে কষ্ট পায়।

তিনি আরও বলেন, ভবন ব্যবস্থাপক তাকে কিছু দেখেননি বলে জানিয়ে দেন এবং তিনি সম্মতি দেন। তবে তিনি দেখেননি, গুনেছেন বলে দাবি করেন। দেখা আর গোনা আলাদা বিষয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তার কাছে একটি ব্যক্তিগত খাতা রয়েছে বলে তিনি জানান। খাতাটিতে তারিখ, প্রকৃত ড্রামের সংখ্যা, কাগজে লেখা সংখ্যা এবং প্রাপ্ত অর্থের হিসাব রাখা হয়।

খাতাটি এ পর্যন্ত কেউ চাননি বলে তিনি জানান। খাতাটির মলাট ছেঁড়া এবং টেপ দিয়ে লাগানো।

সমিতির নতুন কোষাধ্যক্ষ আব্দুল মান্নান (৫২) দায়িত্ব নেওয়ার পর হিসাব কড়া করার নির্দেশ দেন বলে জানা গেছে। নির্দেশের পরদিনও কাগজে দশ ড্রাম ও ভ্যানে ছয় ড্রাম পাওয়া যায়, তবে কাগজে এবার সিল যুক্ত ছিল।

মান্নান বলেন, খাতা রাখার প্রয়োজন নেই, হিসাব এখন তার কাছে, সিলসহ।

ভবনে সাতটি সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। ডিজেলের ড্রামের দিকে কোনো ক্যামেরা নেই বলে নিরাপত্তাকর্মী জানান। ক্যামেরা মানুষের দিকে থাকে, ড্রামের দিকে থাকে না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তৃতীয় তলার বাসিন্দা তানিয়া (২২) বলেন, নিরাপত্তাকর্মীর পকেটের খাতাটিই ভবনের একমাত্র নিরীক্ষা, বাকি সব সিল।

গৃহকর্মী রহিমা বেগম (৪৫) বলেন, ড্রাম গোনেন নিরাপত্তাকর্মী, চা গোনেন তিনি। দুজনের হিসাব মেলালে ভবন চলে, কর্মকর্তাদের সভায় নয়।

নিরাপত্তাকর্মীর খাতায় চারটি ঘর রয়েছে: তারিখ, ড্রাম, কাগজের ড্রাম এবং চা।

একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও ভবন ব্যবস্থাপক বাতেনের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

সমিতির পক্ষ থেকে কোনো তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়নি। ডিজেল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নাম সরবরাহ কাগজে উল্লেখ নেই।

গেটের পাশে কৃষ্ণচূড়া গাছটি কাটার পর ওই জায়গায় নতুন কিছু লাগানো হয়নি।

প্রতিবেদন

জেনারেটর বন্ধ থাকায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিপণিবিতানে পাঁচ ঘণ্টা, নিরাপত্তাকর্মীর সহায়তায়

বের হলেন দম্পতি

রহিমা বুয়া, প্রধান প্রতিবেদক · রবিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · ২০:০০



সুখনীড় টাওয়ারে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সময় জেনারেটর চালু না হওয়ায় এক দম্পতি রাজধানীর একটি বিপণিবিতানে গিয়ে পাঁচ ঘণ্টা অবস্থান করেন। পরে বিপণিবিতানের নিরাপত্তাকর্মীরা তাদের লিফট পর্যন্ত পৌঁছে দেন।

রোববার দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এ ঘটনা ঘটে। ওই দম্পতির একজন চতুর্থ তলার বাসিন্দা করিম বক্সী (৫৫)।

ভবন ব্যবস্থাপক বাতেন (৪০) ওই দিন জানান, ডিজেল শেষ হয়ে গেছে। মাসের ১৩ তারিখে ডিজেল শেষ হওয়ার কারণ সম্পর্কে তিনি কিছু জানাননি।

করিম বলেন, তিনি এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করেননি, সমাধান খুঁজেছেন। সমাধান হিসেবে তিনি স্ত্রীকে নিয়ে বিপণিবিতানে যান।

তার ভাষ্য, বিপণিবিতানের ঠান্ডার জন্য কেউ টাকা চায় না। মানুষ দোকানে ঢুকে জিনিস কিনে তারপর ঠান্ডা পায়, তিনি সরাসরি ঠান্ডা পান, মাঝখানের ধাপটি বাদ যায়।

তারা তৃতীয় তলার একটি বেঞ্চে বসেন। প্রায় এক ঘণ্টা পর একজন নিরাপত্তাকর্মী এসে তাদের কিছু প্রয়োজন কি না জানতে চান। আধা ঘণ্টা পর তিনি আবার এসে কেনাকাটার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন।

করিম বলেন, ওই বিপণিবিতানের সেবার মান ভালো। নিরাপত্তাকর্মী নিজে এসে দুইবার খোঁজ নিয়েছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

খাবারের অংশে একটি দোকান বিনামূল্যে নমুনা বিতরণ করছিল। তিনি সেখান থেকে দুইবার নমুনা সংগ্রহ করেন। বিতরণকারী বিষয়টি বুঝতে পারলেও কিছু বলেননি বলে তিনি জানান।

বিকালে নিরাপত্তাকর্মী তৃতীয়বার আসেন, সঙ্গে আরেকজন ছিলেন। তারা বেঞ্চটি খালি করতে বলেন। এরপর দুজন নিরাপত্তাকর্মী তাদের লিফট পর্যন্ত পৌঁছে দেন।

করিম বলেন, জীবনে কেউ তাকে লিফট পর্যন্ত পৌঁছে দেয়নি।

বেঞ্চে তারা মোট পাঁচ ঘণ্টা দশ মিনিট অবস্থান করেন। এ সময় নিরাপত্তাকর্মী তিনবার তাদের কাছে আসেন।

বাসায় ফেরার পর তিনি জানান, ওই দিন তিনি পাঁচ ঘণ্টা শীতাতপ, দুটি নমুনা এবং সম্মান পেয়েছেন। তার স্ত্রী জানান, নমুনার সংখ্যা দুটি নয়, তিনটি।

ভবনের বাসিন্দা তানিয়া (২২) বলেন, করিম বক্সী কিছু না কিনে বিপণিবিতানে গিয়েছিলেন এবং নিরাপত্তা এসকর্ট নিয়ে ফিরেছেন।

পঞ্চম তলার বাসিন্দা রোকসানা (৪৩) বলেন, পাঁচ ঘণ্টা ঠান্ডা ঘরে কিছু না করে বসে থাকা বাসাতেও সম্ভব ছিল। তারা তো তাই করেন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ওই দিন সন্ধ্যায় ভবনে বিদ্যুৎ ফিরে আসে।

বিপণিবিতান কর্তৃপক্ষের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। জেনারেটরের ডিজেল কেন ১৩ তারিখে শেষ হলো, সে বিষয়ে সমিতি এখনো কিছু জানায়নি।

প্রতিবেদন

নিজের রাখা হিসাব নিজেই নিরীক্ষা করলেন কোষাধ্যক্ষ, ব্যালেন্স একশ টাকা

দারোয়ান, গেট প্রতিনিধি · সোমবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · ২০:০০



সুখনীড় টাওয়ারের ফ্ল্যাট ওনার্স কল্যাণ সমিতির প্রথম নিরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। নিরীক্ষা করেছেন সমিতির কোষাধ্যক্ষ নিজেই, যিনি হিসাবগুলোও নিজে রেখেছিলেন।

সোমবার রাতে ভবনের দ্বিতীয় তলায় নিজের ফ্ল্যাটে বসে তিনি নিরীক্ষা কার্যক্রম শেষ করেন। তিনি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ আব্দুল মান্নান (৫২)।

নিরীক্ষা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যিনি হিসাব রেখেছেন তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন কোথায় কী আছে। এর চেয়ে স্বচ্ছ কিছু হয় না বলে তিনি দাবি করেন।

ভবন ব্যবস্থাপক বাতেন (৪০) সব বিল একটি ফাইলে জমা দেন। ফাইলটির উপরে ‘সাংগঠনিক খাত’ লেখা ছিল।

ওই খাত সম্পর্কে জানতে চাইলে বাতেন বলেন, যেসব খরচের রসিদ নেই সেগুলো এই ফাইলে রাখা হয়।

কোষাধ্যক্ষ বলেন, এটি একটি ভালো ব্যবস্থা। যার রসিদ নেই তার একটি জায়গা প্রয়োজন, না হলে সেগুলো এদিক ওদিক ঘোরে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বিলে দেখা যায়, একটি সভায় ৪৭ কাপ চায়ের খরচ দেখানো হয়েছে। ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন নয়জন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাতেন বলেন, নিরাপত্তাকর্মী ও গৃহকর্মীরও চা খাওয়ার প্রয়োজন হয়। কোষাধ্যক্ষ এতে সম্মতি দিয়ে বিলে সিল দেন।

ডিজেল বাবদ দশ ড্রামের বিল উপস্থাপন করা হয় এবং রসিদ থাকায় সেটিতেও সিল দেওয়া হয়। রসিদ যেখানে থাকে প্রশ্ন সেখানে থাকে না বলে কোষাধ্যক্ষ মন্তব্য করেন।

এছাড়া প্রজেক্টর ভাড়া, ইলিশের মান যাচাই ও ছাদের তালা বাবদ খরচও অনুমোদন করা হয়। সব হিসাব তার নিজের লেখা হওয়ায় কোনো ভুল পাওয়া যায়নি বলে তিনি জানান।

নিরীক্ষা অনুযায়ী মোট আয় এক লাখ ১২ হাজার টাকা এবং ব্যয় এক লাখ ১১ হাজার ৯০০ টাকা। ব্যালেন্স দাঁড়িয়েছে ১০০ টাকা।

মাসের শেষে ১০০ টাকা থাকা মানে ভবন লাভে আছে বলে তিনি দাবি করেন।

‘সাংগঠনিক খাত’ ফাইলটিতে রসিদবিহীন খরচের সংখ্যা কত, তা জানতে চাইলে কোষাধ্যক্ষ বলেন, গোনা হয়নি।

এক পাতার প্রতিবেদন তৈরি করে তাতে সিল দিয়ে ছবি তুলে সমিতির হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে প্রকাশ করা হয়। গ্রুপে পিডিএফ চাওয়া হলে তিনি জানান, সিলটাই পিডিএফ।

সিলটি তিনি রাতে বালিশের পাশে রাখেন বলে জানান।

সমিতির সভাপতি আনোয়ার চৌধুরী (৬২) বলেন, স্বচ্ছতার এমন উদাহরণ দেশে কম। নিজের হিসাব নিজে দেখলে বাইরের লোক লাগে না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তৃতীয় তলার বাসিন্দা তানিয়া (২২) বলেন, আয় এক লাখ ১২ হাজার, ব্যয় এক লাখ ১১ হাজার ৯০০, সাশ্রয় ১০০ টাকা এবং বাকিটা সাংগঠনিক।

ভবনের নিরাপত্তাকর্মী বলেন, কর্মকর্তা সিলে বিশ্বাস করেন এবং তিনি খাতায়। খাতা পকেটে থাকে, সিল টেবিলে। কোনটি আগে হারায় তা সময় বলবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও ভবন ব্যবস্থাপক বাতেনের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

বাইরের কোনো নিরীক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়নি। নিরীক্ষা প্রতিবেদনটি এক পাতার এবং তাতে নিরীক্ষকের সইয়ের ঘর নেই।

কোষাধ্যক্ষ সিলটি রাতে বালিশের পাশে রেখেছিলেন। সকালে বালিশের কভারে কালি লেগে থাকতে দেখা যায়।

প্রতিবেদন

বিদ্যুৎ বিলের অভিযোগে হটলাইনে ফোন, প্রতিদিন ফোন করে যাচ্ছেন বাসিন্দা

রহিমা বুয়া, প্রধান প্রতিবেদক · বুধবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · ২০:০০



সুখনীড় টাওয়ারের এক বাসিন্দা বিদ্যুৎ বিল বেশি আসার অভিযোগে হটলাইনে ফোন করে সমাধান না পেলেও প্রতিদিন সন্ধ্যায় ওই নম্বরে ফোন করে যাচ্ছেন। তার দাবি, সেখান থেকে প্রতিদিন তাকে জানানো হয় যে তার কলটি গুরুত্বপূর্ণ।

ঘটনাটি ভবনের ষষ্ঠ তলার বাসিন্দা শাহেদের (৩৪)। তার ফ্ল্যাটের বিদ্যুৎ বিল বেশি আসছিল।

শাহেদ বলেন, প্রথম দিন ফোন ধরার পর তাকে অপেক্ষা করতে বলা হয়। কেউ তাকে এত সুন্দর করে অপেক্ষা করতে বলেনি বলে তিনি জানান।

ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, মাঝে মাঝে গান বাজে, এরপর আবার একই কণ্ঠ শোনা যায়। মানুষ বিরক্ত হলে গলা বদলায়, ওই কণ্ঠ বদলায়নি। তিনি ৪০ মিনিট অপেক্ষা করেন।

এরপর লাইন কেটে যায়। তিনি আবার ফোন করে নিজের পরিচয় দেন এবং আগেও ফোন করার কথা জানান। জবাবে একই বাক্য শোনা যায়।

তার ভাষ্য, প্রতিষ্ঠানটি অনেক কল পায়, তাই মনে রাখা কঠিন।

পরদিন তিনি আবার ফোন করেন। এবার বিলের জন্য নয়, খোঁজ নেওয়ার জন্য বলে তিনি জানান।

ভবনের বাসিন্দা তানিয়া (২২) তাকে জানান, ওটি একটি রেকর্ডিং। রেকর্ডিং হলে গুরুত্ব কম কি না জানতে চাইলে তিনি কোনো উত্তর দেননি বলে শাহেদ জানান।

শাহেদ এখন প্রতিদিন সন্ধ্যায় একবার ফোন করেন। ভবনের ছাদে বসে তিনি এ কাজটি করেন।

ছাদে আগে একটি চড়ুই পাখির বাসা ছিল। বাচ্চাগুলো উড়ে যাওয়ার পর ছাদটি খালি লাগত বলে তিনি জানান। এখন আর তা লাগে না।

তানিয়া বলেন, শাহেদ একটি স্বয়ংক্রিয় কণ্ঠের সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন এবং এই ভবনে এটিই সবচেয়ে সুস্থ সম্পর্ক।

ভবনের প্রবীণ বাসিন্দা আম্মা (৭৫) বলেন, যিনি প্রতিদিন একই কথা রাখেন তিনি ভালো। তার ছেলে একদিনও এক কথা রাখেন না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সমিতির সভাপতি আনোয়ার চৌধুরী (৬২) বলেন, হটলাইন ভালো জিনিস এবং ভবনের জন্যও একটি চালু করা হবে। ফোন করলে তার কণ্ঠে শোনা যাবে যে অভিযোগ তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

শাহেদ এ পর্যন্ত টানা এগারো সন্ধ্যায় ফোন করেছেন। প্রতিবারই একই বাক্য শোনা গেছে বলে তিনি জানান।

বিদ্যুৎ বিল এখনো বেশি আসছে। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে জানানো হয়, কলটি তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিবেদন

কোটেশন ছাড়াই উন্নয়ন তহবিল গঠন, তদারকি কমিটিতে সদস্য একজন

দারোয়ান, গেট প্রতিনিধি · বৃহস্পতিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · ২০:০০



রাজধানীর সুখনীড় টাওয়ারে ছাদে সোলার প্যানেল স্থাপনের কথা বলে ফ্ল্যাট প্রতি মাসে পাঁচশ টাকার একটি উন্নয়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। প্রকল্পের কোনো কোটেশন এখনো নেওয়া হয়নি এবং তহবিল তদারকির জন্য গঠিত কমিটিতে সদস্য রয়েছেন একজন।

বৃহস্পতিবার ফ্ল্যাট ওনার্স কল্যাণ সমিতির নতুন কমিটির প্রথম সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। চাঁদা সার্ভিস চার্জের অতিরিক্ত হিসেবে আদায় করা হবে।

সিদ্ধান্তটি উপস্থাপন করেন সমিতির সভাপতি আনোয়ার চৌধুরী (৬২)। উন্নয়নের ধরন সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, ছাদে সোলার প্যানেল বসানো হবে এবং এতে বিদ্যুৎ বিল অর্ধেক হবে।

কোটেশনের বিষয়ে কোষাধ্যক্ষ আব্দুল মান্নান (৫২) প্রশ্ন তুললে সভাপতি বলেন, আগে টাকা, তারপর কোটেশন। টাকা ছাড়া কোটেশন চাইলে সরবরাহকারীরা বিষয়টি গুরুত্ব দেয় না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

এরপর কোষাধ্যক্ষ সিদ্ধান্তে সিল দেন এবং প্রস্তাবটি পাস হয়।

তহবিল তদারকির জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে সদস্য একজন, তিনি সভাপতি নিজে। সভাপতি হিসেবে নয়, সাধারণ সদস্য হিসেবে তিনি কমিটিতে রয়েছেন বলে জানান।

চতুর্থ তলার নতুন ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে পার্কিং বাবদ আদায় করা মাসিক পাঁচশ টাকাও এই তহবিলে যুক্ত হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

একই সভায় ভবনে অষ্টম সিসি ক্যামেরা স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। ক্যামেরাটি ডিজেলের ড্রামের দিকে তাক করে বসানো হয়।

ক্যামেরাটি কার দিকে তাক করা হয়েছে জানতে চাইলে সভাপতি বলেন, কারও দিকে নয়, ড্রামের দিকে।

পরদিন সকালে মনিটরে ড্রামগুলো দেখা যায়নি। ফ্রেমে খালি দেয়াল দেখা যায়।

নিচে গিয়ে দেখা যায় ড্রামগুলো দুই হাত সরানো হয়েছে। ভবনের নিরাপত্তাকর্মী (৩৮) জানান, বৃষ্টিতে ভিজে যেত, তাই ড্রামগুলো সরানো হয়েছে।

সভাপতি বলেন, ক্যামেরায় এখন দেয়াল দেখা যায় এবং দেয়ালে কিছু হয় না, অর্থাৎ চুরি বন্ধ হয়েছে। এর প্রমাণ মনিটরে রয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

তৃতীয় তলার বাসিন্দা তানিয়া (২২) বলেন, কোটেশন নেই, কমিটিতে একজন এবং ক্যামেরায় দেয়াল। উন্নয়ন হচ্ছে, শুধু ছবিতে আসছে না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

পঞ্চম তলার বাসিন্দা রোকসানা (৪৩) বলেন, মাসে পাঁচশ টাকা বাজারের টাকা থেকে যাবে। সূর্য পালায় না ঠিকই, তবে সংসার পালায় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

নিরাপত্তাকর্মী বলেন, ক্যামেরা ড্রামের দিকে দেওয়া হয়েছে এবং ড্রাম দুই হাত সরেছে। ক্যামেরা ঠিক আছে, সমস্যা ড্রামের বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সোলার প্রকল্পের সময়সীমা সম্পর্কে জানতে চাইলে সভাপতি বলেন, আগে তহবিল, সূর্য পালিয়ে যাচ্ছে না।

অষ্টম ক্যামেরাটির খরচ ‘সাংগঠনিক খাত’ ফাইলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ক্যামেরাটি বসানোর কাজ তদারকি করেন ভবন ব্যবস্থাপক বাতেন, যার বক্তব্য একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও পাওয়া যায়নি।

তহবিলের হিসাব কোথায় সংরক্ষণ করা হবে এবং কে নিরীক্ষা করবেন তা এখনো নির্ধারণ হয়নি।

মনিটরে আটটি পর্দা রয়েছে। সাতটিতে করিডোর ও গেট দেখা যায়। একটিতে দেয়াল। তদারকি কমিটির সদস্যসংখ্যা এক।

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

চায়ের কাপের সংখ্যা জানতে চেয়ে উত্তর পাননি গৃহকর্মী

শনিবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · ১২:৩০

সুখনীড় টাওয়ারে নতুন কোষাধ্যক্ষ দায়িত্ব নেওয়ার পর সভায় কত কাপ চা লাগবে তা জানতে চেয়েও উত্তর পাননি বলে জানিয়েছেন ভবনের গৃহকর্মী।

শনিবার দুপুরে সভাকক্ষের দরজার সামনে রহিমা বেগম (৪৫) এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, নতুন কোষাধ্যক্ষ এসেছেন, নতুন সিলও এসেছে। কাপের সংখ্যা জানতে চাইলে কেউ কিছু বলেননি।

তিনি আগের মতোই বানিয়েছেন।

সার্ভিস চার্জের তারিখ পার হলে সম্বোধন বদলে যায়, অভিযোগ বাসিন্দার

রবিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · ১২:৩০

সুখনীড় টাওয়ারে সার্ভিস চার্জ পরিশোধের তারিখ পার হলে বাসিন্দাদের সম্বোধন বদলে যায় বলে অভিযোগ করেছেন এক বাসিন্দা।

রোববার দুপুরে নিজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তৃতীয় তলার বাসিন্দা তানিয়া (২২) এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, চাঁদার কথা উঠলে গ্রুপে সবাই ‘পরিবার’, আর তারিখ পার হলে তিনি ‘ভাড়াটিয়া মেন্টালিটি’।

গ্রুপটির নাম এ পর্যন্ত তিনবার পরিবর্তন করা হয়েছে।

ডিজেল কমে বিল বাড়ার কারণ মুদ্রাস্ফীতি, বললেন সমিতির সভাপতি

সোমবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · ১২:৩০

সুখনীড় টাওয়ারে ডিজেলের পরিমাণ কমলেও বিল বেড়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে মুদ্রাস্ফীতিকে দায়ী করেছেন ফ্ল্যাট ওনার্স কল্যাণ সমিতির সভাপতি।

সোমবার দুপুরে নিজের ফ্ল্যাটে সংবাদপত্র হাতে বসা অবস্থায় আনোয়ার চৌধুরী (৬২) এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, বিষয়টি চুরি নয়, মুদ্রাস্ফীতি। খবর দেখা হয় কি না বলে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন।

তার হাতে থাকা সংবাদপত্রটি তিন দিন আগের।

ছাদে কাপড় শুকানোই আসল সোলার, বললেন প্রবীণ বাসিন্দা

মঙ্গলবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · ১২:৩০

সুখনীড় টাওয়ারের ছাদে সোলার প্যানেল বসানোর প্রস্তাব নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন ভবনের এক প্রবীণ বাসিন্দা।

মঙ্গলবার দুপুরে পঞ্চম তলার ফ্ল্যাটে আম্মা (৭৫) এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, ছাদে কাপড় শুকায়, সেটিও রোদ।

নাতনি এ বিষয়ে কী উত্তর দিয়েছেন তা তিনি শোনেননি বলে জানান।

ছাদের তালা এখনো খোলা হয়নি।

উন্নয়ন তহবিলে চাঁদা দিলেও রসিদ চাননি ফ্ল্যাট মালিক

বুধবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · ১২:৩০

সুখনীড় টাওয়ারের উন্নয়ন তহবিলে চাঁদা পরিশোধ করলেও রসিদ চাননি বলে জানিয়েছেন পঞ্চম তলার এক ফ্ল্যাট মালিক।

বুধবার দুপুরে পার্কিং এলাকায় মকবুল হোসেন (৪৮) এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, তিনি পাঁচশ টাকা দিয়েছেন এবং রসিদ চাননি। রসিদ চাইলে খারাপ দেখায় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

টাকাটি তিনি স্ত্রীর কাছ থেকে নিয়েছেন। স্ত্রী রসিদের বিষয়ে জানতে চেয়েছিলেন বলে তিনি জানান।

সমিতির হিসাব নিয়ে আলোচনা হলেও সংসারের হিসাব কেউ দেখতে চাননি

বৃহস্পতিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · ১২:৩০

সুখনীড় টাওয়ারে সমিতির হিসাব নিয়ে আলোচনা চললেও নিজের সংসারের হিসাব কেউ কখনো দেখতে চাননি বলে জানিয়েছেন পঞ্চম তলার এক বাসিন্দা।

বৃহস্পতিবার দুপুরে নিজের রান্নাঘরে রোকসানা (৪৩) এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, খাতাটি রান্নাঘরের ড্রয়ারেই থাকে।

ড্রয়ারটি খোলা ছিল।

উন্নয়ন তহবিলে প্রথম চাঁদা, দাতাকে ‘উদাহরণ’ আখ্যা

শুক্রবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · ১২:৩০

সুখনীড় টাওয়ারের উন্নয়ন তহবিলে প্রথম চাঁদা জমা দিয়েছেন চতুর্থ তলার বাসিন্দা করিম বক্সী (৫৫)।

শুক্রবার দুপুরে সমিতির কার্যালয়ে চাঁদা জমা দেওয়ার পর তিনি এ কথা জানান।

সমিতির সভাপতি তাকে ‘উদাহরণ’ বলে সম্বোধন করেন বলে তিনি জানান।

তহবিলের তালিকায় তার নাম সবার উপরে লেখা হয়েছে। তালিকায় আর কোনো নাম এখনো লেখা হয়নি।

সম্পাদকীয় ও অন্যান্য

সম্পাদকীয়

স্বচ্ছতা প্রসঙ্গে

স্বচ্ছতা নিয়ে আজকাল অনেক কথা হচ্ছে। ভালো কথা। আমি নিজেই স্বচ্ছতার পক্ষে, এবং সেটা আজকের নয়, বহু বছরের।

কেউ কেউ বলছেন, হিসাব দেখতে চান। দেখুন। কে বাধা দিয়েছে? খাতা আছে, খাতা মান্নান সাহেবের কাছে আছে, মান্নান সাহেব আছেন আমার কাছে। সবই এক জায়গায়। এর চেয়ে স্বচ্ছ আর কী হয়।

সমস্যা হলো, হিসাব দেখা আর হিসাব বোঝা এক জিনিস না। উন্নয়ন তহবিলের একটা এন্ট্রি দেখে কেউ যদি প্রশ্ন তোলেন, তাহলে আমাকে বসে বুঝাতে হয়। সময় নষ্ট। আর সময়ই তো আসল খরচ, যেটা কোনো খাতায় ওঠে না।

দারোয়ানের পকেটে একটা খাতা থাকে, শুনেছি। ড্রাম গোনে, গাড়ি গোনে। ভালো। ছোট হিসাব ছোট মানুষের কাজ। বড় হিসাব বড় দায়িত্ব, এবং বড় দায়িত্ব ভাগ করা যায় না।

তাই সিদ্ধান্ত হয়েছে, আগামী সভায় পূর্ণাঙ্গ অডিট রিপোর্ট উপস্থাপন করা হবে। তারিখ পরে জানানো হবে। সভা হবে আমার ড্রইংরুমে, কারণ ওখানে সবাই ধরে।

আনোয়ার চৌধুরী
সম্পাদক ও প্রকাশক · সভাপতি, সুখনীড় ফ্ল্যাট ওনার্স কল্যাণ সমিতি

আবহাওয়া

গুমোট। বৃষ্টি হতে পারে। হলে নিচতলায় পানি উঠবে, এবং সেটা কারও দায়িত্ব না।

সংশোধনী

গত সংখ্যায় দারোয়ানকে "কর্মচারী" লেখা হয়েছিল। সঠিক পদবি "দারোয়ান"। তার কোনো নাম ছাপা হয় নাই, এবং হবেও না, কারণ প্রয়োজন পড়ে নাই।

বিজ্ঞাপন ও টু-লেট

- আসছে: ছাদে এসির আউটডোর ইউনিট বসানোর নতুন নীতিমালা। আপাতত যা আছে তা থাকবে।
- অভিজ্ঞ গৃহকর্মী পাওয়া যাচ্ছে। সব তলার খবর জানা। যোগাযোগ: ভবনের সর্বত্র।
- ক্যাশ মেমো ছাড়া কোনো খরচ গ্রহণ করা হবে না। ক্যাশ মেমো পাওয়া যাবে ২বি'তে।

দৈনিক সুখনীড় সমাচার একটি ব্যঙ্গ রচনা। এটি কোনো বাস্তব সংবাদপত্র নয়। সব চরিত্র, প্রতিষ্ঠান ও ঘটনা কাল্পনিক। ছবিগুলো কম্পিউটারে তৈরি, কোনো বাস্তব ব্যক্তির ছবি নয়।